তৃতীয় পাঠঃ রাব্ব

ইবরাহীম খালীলুল্লাহ। আল্লাহর বন্ধু ইবরাহীম, আলাইহি-স্-সালাম। ইরাকের শাসক তখন নুমরূয্ (নমরুদ)। নুম্রূয্ ছিল খুব প্রতাপশালী, জালিম, স্বৈরাচারী রাজা। একদা রাজ-জ্যোতিষীরা বলল: রাজ্যে এক শিশুর জন্ম হবে। শিশুটি জন্ম নিবে নুমরূযের মৃত্যু বার্তা নিয়ে।

তখন জ্যোতিষীদের কথা সত্য হত। জিন্নরা চলে যেত আকাশে। সেখানে যা ঘোষনা হত শুনে এসে বলে দিত জ্যোতিষীদের। *(রাসুল সাঃর জন্মের পর বন্ধ হয়ে যায় আকাশের দ্বার। এখন মহা-শুন্যেও নিরাপদে বিচরন করতে পারেনা জিন্নরা। ফিরিস্তা ছুড়ে মারে জলন্ত আগুন, উল্কা-পিন্ড।)* জ্যোতিষীদের কথা শুনে নুম্রূয্ ফুসে উঠল। দেশব্যাপী অধ্যাদেশ জারি করে নব জাতকের জন্ম নিষিদ্ধ করল।

গর্ভ-বতি মা আশ্রয় নিলেন গিরি-গুহায়। সেখানেই জন্ম নিলেন শিশু ইবরাহীম। ইবরাহীম অতি অল্প সময়ে বেড়ে উঠলেন। মা দেখলেন ছেলে অনেক বড় হয়ে গেছে। এখন লোকালয়ে আনলে কোন ভয় নেই। তাই এক সন্ধায় বের করে আনলেন ছেলেকে।

সন্ধার আলো-আঁধারীতে পৃথিবীর মন-মুগ্ধকর দৃশ্য দেখে আনন্দে নেচে উঠল ইবরাহীমের মন। আঃ.. কি সুন্দর এ-পৃথিবী...! কত মুগ্ধকর...! তিনি ভাবলেন এই পৃথিবীকে এত সুন্দর করে কে সৃজন করেছে? এর পিছনে রহস্যই কি? কে এসবের মালিক, সব কিছুর নিয়ন্ত্রক? কে এসবের রাব্ব? সেত আমারও রাব্ব..?

ইবরাহীম মা'র সরনাপন্ন হলেন। বললেন মা! কে আমার রাব্ব? মা ভাবলেন রাব্ব মানে লালন কারী, পালন কারী। যে তার ভাল মন্দ নির্নয় করে, চলার পথ বাতলে দেয়। সেত আমিই। তাই তিনি বলে উঠলেন: ..আমি, আমি তোমার রাব্ব।

উত্তর শুনে ইবরাহীম হতবাক! একি? মা আমার রাব্ব! তবে মার রাব্ব কে? তাই আবার প্রশ্ন -মা! তবে আপনার রাব্ব কে? মা ভাবলেন আমি যার হুকুম মেনে চলি, যার অধিনে আছি, আমার যাবতীর দায় দায়িত্বের যে মালিক। সেত আমার স্বামী। তাই তিনি বললেন: ..তোমার বাবা, আমার রাব্ব হচ্ছেন তোমার বাবা।

ইবরাহীম আরো অবাক। তা হলে বাবার রাব্ব কে? মা ভাবলেন আর কে হবে? তিনি যার অধিনে আছেন, যার আদেশ নিষেধ মেনে চলেন। যাকে অন্ন-দাতা, বস্ত্র-দাতা, বিধান-দাতা হিসাবে মানেন, সেত আমাদের রাজা। বাদশাহ নুম্রূয্। ..নুম্রূয্, তোমার বাবার রাব্ব: নুম্রূয্।

ইবরাহীম আবার প্রশ্ন করলেন। তবে তার রাব্ব কে? রাব্ব সম্পর্কে মা-র জ্ঞান এখানেই শেষ, তার জ্ঞানের পরিধি এর উর্দ্ধে যেতে পারেনি। তাই কোন উত্তর না পেয়ে ছেলেকে চড় খসে মারলেন।

বে-আদব! বাদশাইত সবচে বড়। তার উপর আবার রাব্ব হয় নাকি?

=ঃমনে রেখঃ=

১. যে যাবতীয় প্রয়োজন মিটায়, চলার পথ বাতলে দেয়, ভাল-মন্দ নির্নয় করে তথা অন্ন-দাতা, বিধান-দাতা, বৈধ-অবৈধ করার মালিক, সে-ই রাব্ব।

২. রাব্বকে অবশ্যই সৃষ্টিকর্তা হতে হবে, হতে হবে দৃশ্য অদৃশ্যের মহা-জ্ঞানী, যে জ্ঞান তাঁর জাতি সত্বার সাথে সংশ্লিষ্ট, কোন মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান নয়। বান্দার যাবতীয় আর্জি শোনতে ও তা পুরন করতে সক্ষম হতে হবে। হতে হবে সবকিছুর উপর পরিপুর্ন নিয়ন্ত্রন কারী, নিরঙ্কোষ ক্ষমতাধর ইত্যাদি গুনের অধিকারী।

৩. রাব্ব আরবী শব্দ। এর অর্থ মালিক, অধিকারী, অধিশ্বর, স্বামী, পতি, অন্ন-দাতা, বিধান-দাতা ইত্যাদি। প্রভু, লর্ড, পর্ওয়ার দিগার ইত্যাদি রাব্ব'র প্রতি শব্দ।

৪. মরার পর কবরে যে তিনটি প্রশ্ন করা হবে এর প্রথমটি রাব্ব সম্পর্কে। বলা হবে তোমার রাব্ব কে? মানে কার বাতানো পথে জীবন কাটিয়েছ? জীবন বিধান হিসাবে মেনেছ কার আদর্শ? বৈধ-অবৈধ বির্নয়ে কার বাতানো নীতির অনুকরন করেছ?

৫. আবু-জাহাল, আবু-লাহাব সহ মক্কার মুশরিকরাও আল্লাহ মানত। আল্লাহ সব সৃষ্টি করেছেন, সব কিছুর নিয়ন্ত্রন আল্লাহর হাতে, আল্লাহ সকলের রিজ্ক্ দাতা ইত্যাদি বিশ্বাস করত। তাদের তরিকা মত নামায পড়ত, হজ্জ করত। কিন্তু তাদের আপত্তি ছিল আল্লাহর বাতানো পথে, আল্লাহর দেয়া বৈধ-অবৈধ মেনে, মুর্তি সংস্কৃতি বর্জন করে তাওহীদ ভিত্তিক সমাজ তথা আল্লাহকে রাব্ব ও ইলাহ হিসাবে মেনে নিতে।

৬. আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে রাব্ব হিসাবে মেনে নেওয়া শির্ক্। যেমন শির্ক্ ইলাহ হিসাবে মেনে নেওয়া বা আল্লাহর জাতি-সত্বায় শরীক করা। এমন যে করে সে মুশ্রিক চির জাহান্নামী।

৭. আল্লাহ আমাদের রাব্ব। ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, বৈধ-অবৈধ নির্নয়ের একমাত্র মালিক। আল্লাহ যা ভাল বলেছেন তা-ই ভাল, যা মন্দ বলেছেন তা-ই মন্দ, যা ন্যায় বলেছেন তা-ই ন্যায়, যা অন্যায় বলেছেন তা-ই অন্যায়, যা বৈধ করেছেন তা-ই বৈধ, যা অবৈধ করেছেন তা-ই অবৈধ। এর ব্যতিক্রম হবেনা, হতে পারেনা। ইহাই রুবুবিয়্যাতের দাবি। যেমনঃ-

আল্লাহ জিহাদকে ভাল বলেছেন। তাই তা অবশ্যই ভাল, সর্বদাই ভাল। দুনিয়ার সব মিলে মন্দ বললেও মন্দ হবেনা। বরং যে মন্দ বলবে সেই মন্দ হিসাবে বিবেচিত হবে।

আল্লাহ সুদকে মন্দ বলেছেন। মন্দ বলেছেন আদর্শহীন জীবনকে। তাই তা অবশ্যই মন্দ। দুনিয়ার সব মিলে ভাল বললেও তা ভাল হবেনা। বরং যে ভাল বলবে সে-ই মন্দ হিসাবে বিবেচিত হবে।

চুরের হাত কাঠা সহ ইসলামী দন্ড-বিধিকে আল্লাহ ন্যায় বলেছেন। ন্যায় বলেছেন উত্তরাধিকার সম্পদে এক পুরুষ দুই নারীর সমান অংশ পাওয়াকে। তাই তা অবশ্যই ন্যায়, ইনসাফ। দুনিয়ার সব মিলে অন্যায় বললেও তা অন্যায় হবেনা। বরং যে অন্যায় বলবে সে-ই অন্যায় কারী, কাফির, মুরতাদ হিসাবে বিবেচিত হবে।

আল্লাহ ইত্তিবায়ে-হাওয়া তথা মন-গড়া মতবাদ ও নীতিকে অন্যায় বলেছেন, অন্যায় বলেছেন এমন লোকদের অনুকরনকে। তাই ইহা সর্বদাই অন্যায়, ঘৃনিত। যে একে ন্যায় বলবে সে নিজে অন্যায়

কারী হিসাবে বিবেচিত হবে।

আল্লাহ এক পুরুষের জন্য চারটি পর্যন্ত বিয়ে বৈধ করেছেন। বৈধ করেছেন গনিমতে পাওয়া সম্পদ। তাই সদা সর্বদা ইহা বৈধ। সারা দুনিয়ার মানুষ অবৈধ বললেও অবৈধ হবেনা। বরং যে অবৈধ বলবে সে কাফির হয়ে জাহান্নামী হবে।

আল্লাহ তাগুত্বের অনুকরনকে অবৈধ করেছেন। অবৈধ করেছেন আল্লাহর দেয়া বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধান মেনে করা বিচার ও শাসনকে। তাই ইহা সর্বদাই অবৈধ, নিন্দিত। সারা দুনিয়ার মানুষ বৈধ বললেও তা বৈধ হবেনা। বরং যে বৈধ বলবে সে কাফির হয়ে চির জাহান্নামী হবে। তাই সাবধান! জাহান্নাম থেকে সাবধান! কাফির মুরতাদ থেকে সাবধান! ঈমানের ব্যাপারে আপোষ করা ও ছাড় দেয়া থেকে সাবধান!

৮. রাব্ব শব্দের কয়েকটি ব্যবহারিক নমুনা। যথা: রাব্বু-ল-মাল: পুজি-পতি, রাব্বু-ল-আর্দ্ব: ভু-স্বামী, রাব্বু-ল-খাইল: ঘোড়ার মালিক, ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১. ইবরাহীম খালীলুল্লাহ অর্থ কি? ২. নুমরূয কে ছিল? ৩. রাজ-জ্যোতিষীরা কি বলেছিল? ৪. তখনকার দিনে জ্যোতিষীদের কথা সত্য হত কেন? ৫. দেশব্যাপী অধ্যাদেশ জারি করে নুমরূয কি নিষিদ্ধ করেছিল? ৬. শিশু ইবরাহীম কোথায় জন্ম-গ্রহন করেছিলেন? ৭. শিশু ইবরাহীম মাকে কি প্রশ্ন করেছিলেন? ৮. মা ১ম, ২য় ও ৩য় বারে কি উত্তর দিয়েছিলেন? ৮. মা ছেলেকে চড় মেরে ছিলেন কেন? ৯. রাব্ব বলতে কি বুঝ? ১০। আমাদের রাব্ব কে? ১১. রাব্ব শব্দের অর্থ কি? ১২. রাব্ব শব্দের প্রতি শব্দগুলু বল? ১৩. প্রত্যেক মানুষকে মরার পর ৩টি প্রশ্ন করা হবে এর ১মটি কি? বিস্তারিত বুঝিয়ে বল। ১৪. রাব্ব শব্দের কয়েকটি ব্যবহারিক নমুনা লিখ।

সত্য-মিথ্যা নির্নয় কর

১. আবু-জেহেল, আবু-লাহাব সহ মক্কার মুশরিকরাও আল্লাহ মানত। ২. আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে রাব্ব হিসাবে মেনে নেওয়া শির্ক্। ৩. ইসলামের জন্য জিহাদ করা বা জিহাদের কথা বলা মৌলবাদীদের কাজ, এসব কাজ আল্লাহর পছন্দ নয়। ৪. বিশ্ব অর্থনীতিতে সুদ একটি অপরিহার্য বিষয়: তাই সুদ ভিত্তিক ব্যাংকিং-এ পাপ নেই। ৫. চুরের হাত কাটা, যিনা কারীকে দুররা মারা ইত্যাদি ইসলামী দন্ড-বিধি না মেনে শুধু নামায -রোজা করলেই মানুষ মুসলমান হিসাবে গন্য হবে। ৬. একজন পুরুষের জন্য চারটি বিয়ে করা জাইজ হলেও ভাল নয়: এমন যারা মনে করে তাদের ঈমান বাতিল, তারা কাফির। ৭. উত্তরাধিকারে এক পুরুষ পাবে দুই নারীর সমান: এই বণ্ঠন অন্যায়। ৮. যারা আল্লাহর বিধান না মেনে মন-গড়া নীতি মেনে চলে তারা ত্বাগুত, ত্বাগুতের অনুকরন হারাম। ৯. ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। বিচার কাজে বা রাষ্ট্র পরিচালনায় শারীআ'হ মানা জরুরী নয়। ১০. আল্লাহ যেভাবে যা নাযিল করেছেন তা সেভাবেই মানতে হবে।

শুন্য-স্থান পুর্ন কর

১. যে যাবতীয় প্রয়োজন মিটায়, চলার পথ বাতলে দেয়, ভাল-মন্দ নির্নয় করে, তথা অন্ন-দাতা, বিধান দাতা, বৈধ-অবৈধ করার মালিক, সে-ই .....। ২. প্রভু, লর্ড, পর্ওয়ার দিগার ইত্যাদি

.....র প্রতি শব্দ। ৩. আবু-জেহেল, আবু-লাহাব সহ মক্কার মুশরিকরাও আল্লাহ মানত। তাদের আপত্তি ছিল আল্লাহর বাতানো পথে, আল্লাহর দেয়া বৈধ-অবৈধ মেনে, মুর্তি কালচার বর্জন করে তাওহীদ ভিত্তিক সমাজ গড়তে তথা আল্লাহকে ..... ও ..... হিসাবে মেনে নিতে। ৪. আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে রাব্ব হিসাবে মেনে নেয়া .....। ৫. আল্লাহ আমাদের একমাত্র ..... । ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ও বৈধ-অবৈধ নির্নয়ের একমাত্র ..... । ৬. যারা আল্লাহর বিধান না মেনে .....-গড়া বিধান মেনে চলে তারা .....। ত্বাগুতের অনুকরন .....।

এ-পাঠ পড়ে যা শিখলাম

১. ইবরাহীম আলাইহি-স্-সালাম আল্লাহর বন্ধু, খালীলুল্লাহ।

২. আগেকার দিনে জ্যোতিষীদের কথা সত্য হত।

৩. ইবরাহী আঃর জন্ম হয় গিরি-গুহায়।

৪. দুনিয়াতে আসার পর ইবরাহীম আঃ জানতে চান কে তার রাব্ব।

৫. রাব্ব হচ্ছেন জীবনের নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক। তাই সর্ব প্রথম রাব্ব সম্পর্কে জ্ঞান হাসিল করতে হবে।

৬. যে যাবতীয় প্রয়োজন মিটায়, চলার পথ বাতলে দেয়, ভাল-মন্দ নির্নয় করে, তথা অন্ন-দাতা, বিধান-দাতা, বৈধ-অবৈধ করার মালিক সে-ই রাব্ব।

৭. আমাদের আসল রাব্ব হচ্ছেন আল্লাহ তায়া'লা।

৮. মক্কার মুশরিকরাও আল্লাহ মানত। তবে আল্লাহকে রাব্ব ও ইলাহ মেনে তাঁর বাতানো পথে চলতে তাদের আপত্তি ছিল।

৯. আমরা আল্লাহকে রাব্ব ও ইলাহ মানি। তাঁর বাতানো পথে চলি। ইবাদাত করি শুধুই তাঁর।

১০. শয়তান, কোন মানুষ বা অন্য কেহ রাব্ব হতে পারবেনা। কারন তারা সৃষ্টিকর্তা নয়, নয় দৃশ্য-অদৃশ্যের মহা-জ্ঞানী, তাদের জ্ঞান জাতী সত্বার সাথে সংশ্লিষ্ট নয় বরং কোন না কোন মাধ্যনে অর্জনকৃত। তারা সবকিছুর উপর পরিপুর্ন নিয়ন্ত্রন রক্ষা করতে পারেনা বা কারো যাবতীয় প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম নয়।